হার্ট ব্লক
লক্ষণ ও সতর্কতা

RTIICS দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

হার্ট ব্লক বলতে সাধারণত কি বোঝানো হয়?

হার্ট ব্লক একটি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দ যা হৃদরোগের বিশেষ কারণ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তবে এটি কোন নির্দিষ্ট ডাক্তারি পরিভাষা (Medical Term) নয়। মানুষ হার্ট ব্লক শব্দটি ব্যবহার করে দু'ধরণের রোগের ক্ষেত্রে – (১) হার্টের রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়া (Coronary Artaery disease) অথবা (২) স্পন্দনের হার (Heart rate) কমে যাওয়া।

করোনারি আর্টারি ডিজিস ঠিক কি?

এই রোগে হার্টের যে তিনটি (বা চারটি) রক্তনালী (Coronary Artery) থাকে তাদের একটি বা একাধিক শিরার মধ্যে চর্বি (Fat), ক্যালসিয়াম (Calcium) ইত্যাদি জমার ফলে রক্ত চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। এতে হার্টের মাংসপেশী রক্তের অভাবে দুর্বল ও মৃত হয়ে যায় যার ফলে হার্টের সংকোচন করা ও রক্ত নির্গমণ করায় (Heart Pump) অসুবিধা হয়।

এই রোগের লক্ষণ কি?

প্রধানত বুকে ব্যথা (Angina) যা সাধারণত ভারী কাজ করলে (যেমন জোরে হাঁটা, সিঁড়ি ভাঙা, ভরা পেটে হাঁটা, ভারী জিনিস তোলা) এমনকি মানসিক উত্তেজনার সময় হয় আবার বিশ্রাম নিলে কমে যায়। এছাড়া শ্বাসকষ্ট, ঘাম দেওয়া, বুক ধড়ফড় করা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অবশ্য বুকে ব্যথা নাও হতে পারে যেমন ডায়াবেটিস, বেশি বয়স বা মহিলাদের ক্ষেত্রে।

একে কি হার্ট অ্যাটাক বলে?

এই রোগের সবচেয়ে বিপদজ্জনক ধরণ হল হার্ট অ্যাটাক যেখানে কোনও রক্তনালী সম্পূর্ণ ১০০% বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে প্রচন্ড বুকে ব্যথা, ঘাম, শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার যে হার্ট ব্লক অর্থাৎ স্পন্দনের হার কমে যাওয়া সেটি কি রকম?

এই রোগ আমাদের স্বাভাবিক হার্টবিট মিনিটে ৭০ থেকে ৮০–র পরিবর্তে অনেক কমে ৬০–এর নীচে কখনো ৩০–৪০এও নেমে আসতে পারে। এর অনেক ধরণ হয় যেমন– Sick Sinus Syndrom, Atrio-Ventricular Block ইত্যাদি। এইসব রোগে রুগী অজ্ঞান হওয়া, চোখে অন্ধকার দেখা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্টে ভুগতে পারে।

এই সব রোগের চিকিৎসা কী?

পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে হবে। –এর চিকিৎসা ওষুধ, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (Angioplastes) বা বাইপাস সার্জারি (Bypass Surgery) করা যেতে পারে। Heart beat জনিত ব্লকের ক্ষেত্রে পেসমেকার (Pacemaker)এর প্রয়োজন হতে পারে।

বিশদ জানতে ফোন করুন ঃ **9051 93 93 93**

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

হার্ট ব্লক
লক্ষণ ও সতর্কতা

হার্ট ব্লক বলতে সাধারণত কি বোঝানো হয়?

হার্ট ব্লক একটি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দ যা হৃদরোগের বিশেষ কারণ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তবে এটি কোন নির্দিষ্ট ডাক্তারি পরিভাষা (Medical Term) নয়। মানুষ হার্ট ব্লক শব্দটি ব্যবহার করে দু'ধরণের রোগের ক্ষেত্রে – (১) হার্টের রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়া (Coronary Artaery disease) অথবা (২) স্পন্দনের হার (Heart rate) কমে যাওয়া।

করোনারি আর্টারি ডিজিস ঠিক কি?

এই রোগে হার্টের যে তিনটি (বা চারটি) রক্তনালী (Coronary Artery) থাকে তাদের একটি বা একাধিক শিরার মধ্যে চর্বি (Fat), ক্যালসিয়াম (Calcium) ইত্যাদি জমার ফলে রক্ত চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। এতে হার্টের মাংসপেশী রক্তের অভাবে দুর্বল ও মৃত হয়ে যায় যার ফলে হার্টের সংকোচন করা ও রক্ত নির্গমণ করায় (Heart Pump) অসুবিধা হয়।

এই রোগের লক্ষণ কি?

প্রধানত বুকে ব্যথা (Angina) যা সাধারণত ভারী কাজ করলে (যেমন জোরে হাঁটা, সিঁড়ি ভাঙা, ভরা পেটে হাঁটা, ভারী জিনিস তোলা) এমনকি মানসিক উত্তেজনার সময় হয় আবার বিশ্রাম নিলে কমে যায়। এছাড়া শ্বাসকষ্ট, ঘাম দেওয়া, বুক ধড়ফড় করা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অবশ্য বুকে ব্যথা নাও হতে পারে যেমন ডায়াবেটিস, বেশি বয়স বা মহিলাদের ক্ষেত্রে।

একে কি হার্ট অ্যাটাক বলে?

এই রোগের সবচেয়ে বিপদজ্জনক ধরণ হল হার্ট অ্যাটাক যেখানে কোনও রক্তনালী সম্পূর্ণ ১০০% বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে প্রচন্ড বুকে ব্যথা, ঘাম, শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার যে হার্ট ব্লক অর্থাৎ স্পন্দনের হার কমে যাওয়া সেটি কি রকম?

এই রোগ আমাদের স্বাভাবিক হার্টবিট মিনিটে ৭০ থেকে ৮০–র পরিবর্তে অনেক কমে ৬০–এর নীচে কখনো ৩০–৪০এও নেমে আসতে পারে। এর অনেক ধরণ হয় যেমন– Sick Sinus Syndrom, Atrio-Ventricular Block ইত্যাদি। এইসব রোগে রুগী অজ্ঞান হওয়া, চোখে অন্ধকার দেখা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্টে ভুগতে পারে।

এই সব রোগের চিকিৎসা কী?

পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে হবে। –এর চিকিৎসা ওষুধ, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (Angioplastes) বা বাইপাস সার্জারি (Bypass Surgery) করা যেতে পারে। Heart beat জনিত ব্লকের ক্ষেত্রে পেসমেকার (Pacemaker)এর প্রয়োজন হতে পারে।

বিশদ জানতে ফোন করুন ঃ **8584066124**

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

১২৪ মুকুন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা | email.rtiics@nhhospitals.org, www.narayanahealth.org